প্রবাস ফেরত রাসেলের কমলা বিপ্লব, ৮ বিঘা জমিতে মিশ্র ফল চাষে শিবচরে আলোড়ন

লেখক: প্রকাশক | প্রকাশিত: 07 November 2026, 07:16 PM | বিভাগ: সারাদেশ



মাটির টানে প্রবাস জীবনের ইতি টেনে দেশে ফিরেছিলেন যুবক রাসেল হোসেন (রাসেল মিয়া)। উদ্দেশ্য ছিল নিজের জমিতেই স্বাবলম্বী হওয়া। সেই স্বপ্ন থেকেই কৃষিতে মনোনিবেশ করে আজ তিনি এক অভাবনীয় সাফল্য দেখিয়েছেন। মাদারীপুরের শিবচর উপজেলার দত্তপাড়া ইউনিয়নে চায়না কমলা ও মিশ্র ফল চাষ করে এলাকায় রীতিমতো সাড়া ফেলে দিয়েছেন এই প্রবাস ফেরত উদ্যোক্তা। তার এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগ ও সাফল্য এখন পুরো শিবচরজুড়ে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

রাসেল মিয়ার প্রায় ৮ বিঘা জমির ওপর গড়ে উঠেছে বিশালাকার এক মিশ্র ফলের বাগান। এর মধ্যে প্রায় দেড় বিঘা জায়গা জুড়ে রয়েছে তার বিশেষ চায়না কমলার বাগান।

আজ থেকে প্রায় ৬ বছর আগে রাসেলের বাবা শওকত হোসেন প্রথম এই জমিতে ৬০টি ছোট জাতের কমলার চারা রোপণ করেছিলেন। শুরুতে গাছে কাঙ্ক্ষিত ফলন না আসায় বাগানটি একপ্রকার অবহেলিত ও

পরত্যিক্ত অবস্থায় পড়ে ছলি। তবে ২০২১ সালরে শষে দকিে রাসলে প্রবাস থকেে দশেে ফরিে এই অবহলেতি বাগানরে হাল ধরনে। হার না মনেে তনিি ইন্টারনটে ও ইউটউিব দখেে কমলা চাষরে ওপর পড়াশোনা শুরু করনে এবং পাশাপাশি স্থানীয় কৃষি বভিাগরে পরামর্শ গ্রহণ করনে।

নবিড়ি পরচির্যা আর আধুনকি কৃষি পদ্ধতি অনুসরণরে পর থকেইে আসতে শুরু করে কাঙ্ক্ষতি ফল। গত দুই মৌসুম ধরে বাগানটতিে চায়না কমলার বাম্পার ফলন হচ্ছ।ে

চলতি মৌসুমওে কমলার অভাবনীয় ফলন হওয়ায় বাগান মালকি রাসলে মযিা দারুণ খুশি। সরজমনিে গযিে দখো যায়, বাগানরে প্রতটিি গাছরে ডালে থোকায় থোকায় ঝুলে রয়ছেে ছোট আকৃতরি মষি্টি ও টক-মষি্টি স্বাদরে পাকা কমলা। এই দৃশ্য যমেন চমৎকার, তমেনি সুঘ্রাণে চারদকি মুখরতি হয়ে আছ।ে

রাসলে মযিার এই বষিমুক্ত ও ফরমালনিমুক্ত তাজা কমলা কনিতে এবং এক নজর দখেতে প্রতদিনিই দূর-দূরান্ত থকেে মানুষ ভড়ি করছনে তার বাগান।ে বাগান থকেইে প্রতি কজেি কমলা ২৫০ থকেে ৩০০ টাকা দরে বকি্রি হচ্ছ।ে এমনকি অনলাইনরে মাধ্যমওে দশেরে বভিন্নি প্রান্তে পৌঁছে যাচ্ছে তার বাগানরে রসালো চায়না কমলা।

বাগানে ঘুরতে আসা সজীব হাসান উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলনে, "রাসলে ভাইয়রে কমলার বাগান দখেে সত্যি খুব ভালো লাগছ।ে নজিরে হাতে গাছ থকেে কমলা ছড়িে খাওয়ার অনুভূতইি আলাদা। রাসলেরে সাফল্য দখেে আমারও ইচ্ছে হচ্ছে এমন একটি বাগান গড়ে তোলার।"

আরকে দর্শনার্থী কয়ো পায়লে বলনে, "আমি আমার ভাইয়রে সাথে এই কমলার বাগান দখেতে এসছে।ি পরবিশেটা খুব সুন্দর, এসে অনকে ভালো লাগলো। আমরা বাসার জন্য বাগান থকেে তনি কজেি তাজা কমলা কনিে নয়িছে।ি"

বাগান মালকি রাসলে মযিা বলনে, "২০২১ সালরে শষে দকিে প্রবাস থকেে ফরিে ইউটউিব দখেে ও কৃষি অফসিরে পরামর্শে এই বাগানরে পরচির্যা শুরু করি। বর্তমানে দড়ে বঘিা কমলার পাশাপাশি আমার প্রায় ৮ বঘিা জমতিে মাল্টা, পয়োরা, ড্রাগন ফলসহ নানা জাতরে ঋতুভত্তিকি সবজরি মশি্র বাগান রয়ছে।ে"

দশেরে বকোর তরুণদরে উদ্দশ্যে তনিি বলনে, "পরশি্রম আর প্রবল ইচ্ছশেক্তি থাকলে যে কউে কৃষি সক্টেরে আসতে পারনে। সঠকি পরকিল্পনা অনুযায়ী পরশি্রম করতে পারলে এখান থকেইে সফলতা অর্জন করা সম্ভব।"

শবিচর উপজলো কৃষি কর্মকর্তা আলমিুজ্জামান খান রাসলেরে এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানযি়ে বলনে, "বাংলাদশেরে সমতল ভূমরি আবহাওয়ায় কমলা চাষ যখোনে একসময় কঠনি মনে করা হতো, সখোনে রাসলেরে এই সাফল্য কৃষতিে নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দযি়েছে। তার এই ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প দখেে এলাকার অনকে বকোর যুবক এখন চাকররি পছেনে না ছুটে আধুনকি মশি্র ফল চাষে উদ্বুদ্ধ হচ্ছনে। শবিচর উপজলো কৃষি অফসিরে পক্ষ থকেে তাকে এবং নতুন উদ্যোক্তাদরে সব সময় প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও প্রযুক্তগিত সহযোগতিা প্রদান করা হচ্ছ।ে"

© 2026 আপনার নডিজ পোর্টাল। সর্বস্বত্ব সংরক্ষতি।
এই প্রতবিদেনটি আমাদরে ওয়বেসাইট থকেে ডাউনলোড করা হয়ছে।ে